22

দৈনিক কাগজ

তারিখ ... 29 JUN 1994
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

সেশন জটের অক্টোপাসে বন্দি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় এখন সেশন জটের অক্টোপাসে বন্দি। ছাত্র-ছাত্রী, কর্মচারি আর কর্মকর্তার পর এবার এ জট পাকিয়ে তুলেছে ইবি শিক্ষক সমিতি। নীতিমালার বাস্তবায়ন, পদোন্নতিপ্রাপ্ত শিক্ষকদের বকেয়া বেতন পরিশোধসহ পদোন্নতি আটকে থাকা শিক্ষকদের নতুন বেতন স্কেলের দাবিতে তারা অবিরাম কর্মবিরতি চালিয়ে যাবেন বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে। চলতি বছরের ৬ মাসে ক্লাস হয়েছে নাম মাত্র ক'দিন। গত ১২ মে থেকে ঈদুল আযহা ও গ্রীষ্মকালীন অবকাশের পর ৪ জুন অফিস খুললেও এ যাবত একদিনের জন্যেও ক্লাস হয়নি। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত জানা গেছে, কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দাবি-দাওয়া নিয়ে আলোচনার নামে চলছে গড়িমসি ও কালক্ষেপণ। ফলে নবাগত ছাত্র-ছাত্রীসহ সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যে সৃষ্টি হয়েছে দারুণ উদ্বেগ। সবাই এখন সেশন জটের আশংকায় ভুগছে। ক্লাস নেয়ার ব্যাপারে আগ্রহের কমতি নেই বলে অনেক শিক্ষকই ছাত্রদের তুষ্ট রাখতে প্রয়াস পেলেও প্রকৃত প্রস্তাবে তাদের সদিচ্ছায় কোনো প্রতিফলন মিলছে না। সেশন জটের ভূতটা এমনভাবে চেপে বসেছে যে তাকে আর স্থানচ্যুত করা যাচ্ছে না। শিক্ষকদের লাগাতার কর্মবিরতির ফলে সৃষ্ট অচলাবস্থা এবং সেশন জট নিরসনে গঠনমুখী আলোচনা সাপেক্ষে অবিলম্বে উদ্ভূত সমস্যা সমাধানের উপর গুরুত্বারোপ করেছে ছাত্র সংগঠনগুলো। এদিকে নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সেশন চার্জ পরিশোধ না করায় সৃষ্ট দুর্ভোগের হাত থেকে ১শ' ৮ জন ছাত্র-ছাত্রীকে রক্ষার জন্যে কর্তৃপক্ষের সদয় দৃষ্টিদানের অনুরোধ জানিয়েছে ছাত্র নেতারা। তারা সন্ত্রাস, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে শিক্ষা জীবন নিশ্চিতকরণসহ শিক্ষার উন্নয়ন খাতে বাজেট বৃদ্ধি এবং জাতীয় আয়ের ৮% শিক্ষা খাতে বরাদ্দের দাবি জানান। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আব্বাস উদ্দিন আহমেদ।